কিতাবুল ফিতান : ১

কিতাবুল ফিতান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

তাহকিক কথন ৭
দুর্বল হাদিস এবং কিছু কথা ১৮
ফিতনার স্থান প্রসঙ্গে ২৫
বর্বরতার প্রথম লক্ষণ এবং পশ্চিমাদের আত্মপ্রকাশ ৪৬
পশ্চিমা এবং বর্বরদের পক্ষ থেকে আগত ফিতনা ৫১
বর্বর জাতি কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া এবং মিশর ও শামের ভূখণ্ডে তাদের যুদ্ধ এবং কিছু অনিষ্টতা ৫৮
সুফিয়ানির নাম, বংশ এবং বৈশিষ্ট্য ৭৭
তিনটি ঝাণ্ডা ৯১
বনু আব্বাছ, আহলে মাশরিক এবং সুফিয়ানি ও মারওয়ানের অনুসারীদের মাঝে শামের মাঝে সংঘঠিত বিষয় এবং সেখান থেকে ইরাকের দিকে প্রস্থান ১০৫
রাক্কায় শামী এবং বনু আব্বাছের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সুফিয়ানির আলোচনা ১১২
যখন সুফিয়ানির প্রেরিতরা ইরাকে পৌঁছবে, তখন বাগদাদ ও মদিনাতুয যাওরাতে ঘটা ঘটনা এবং তার ধ্বংসযজ্ঞ ১২৫
সুফিয়ানি ও তার বাহিনীর কুফায় প্রবেশ ১৩১
বনু আব্বাসের ঝাণ্ডার পর ইমাম মাহদির কালো ঝাণ্ডা এবং তাদের মাঝে ও সুফিয়ানিদের মাঝে কোনো ঐক্যমত হবে না ১৩৩
সুফিয়ানির অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির প্রারম্ভিক, খোরাসান থেকে কালো ঝাণ্ডাসহ তার সাথীদের নিয়ে আত্মপ্রকাশ, তাদের মাঝে ঘটিতব্য বিষয়, এমনকি সুফিয়ানির বাহিনী পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদি ১৪২
সুফিয়ানি এবং কালো পতাকার সাক্ষাত, তাদের মাঝের মহাযুদ্ধ এবং মানুষ ইমাম মাহদির প্রত্যাশায় তাকে খুঁজতে থাকবে ১৪৫
সুফিয়ানির মদিনায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ এবং সেখানে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ ১৪৯
সুফিয়ানি কর্তৃক ইমাম মাহদির প্রতি প্রেরিত সৈন্য ধ্বসে যাবে ১৫৬
ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের নিদর্শন ১৬৪
ইমাম মাহদি আসার আগের শেষ নিদর্শন ১৭৩
মক্কায় মানুষের জমায়েত, ইমাম মাহদির হাতে বাইয়াত এবং ঐ বছরের ঘটনা ১৮০

ইমাম মাহদির মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে গমন এবং বাইয়াত ১৯১
ইমাম মাহদির চরিত্র, তার ন্যায়পরায়ণতা ও তার সময়ের উর্বরতা সম্পর্কে..... ২০৪
ইমাম মাহদির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণ ২১৮
ইমাম মাহদির নাম ২২৩
ইমাম মাহদির বংশ ২২৫
ইমাম মাহদির শাসনক্ষমতার সময়সীমা ২৩৭
ইমাম মাহদির পর যা হবে ২৪১
গাযওয়াতুল হিন্দ ২৯৩
ইমাম মাহদির পর হিম্‌স নগরীতে কাহতানীর রাজত্ব ২৯৭
আমাক ও কুস্তুনতুনিয়া বিজয়..... ৩০৪
মুসলমানদের ইমামের বাইতুল মাকদিসে অবস্থান; আক্কার সমতলভূমিতে তাদের সাহায্যপ্রাপ্তি এবং হিম্‌স বিজয়..... ৩২২
আমাক এবং কুস্তুনতুনিয়া বিজয় ৩৪৫
আমাক এবং কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের বাকি আলোচনা ৩৭৩

তাহকিক কথন

সকল প্রশংসা তো কেবল আল্লাহ ﷻ-র জন্যই, যিনি অযোগ্যকে ব্যবহার করেও কাজ নেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

"কিতাবুল ফিতান" গ্রন্থটিকে ফিতনা বিষয়ক এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়। কালজয়ী অমর গ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﷺ। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হিজরি শতকের শেষের দিককার আহলুস সুন্নাহ্‌র একজন সংগ্রামী ইমাম। ফিতনায়ে মুতাযিলা, জাহমিয়া ও মুরজিয়ার সময় যিনি ছিলেন সুন্নাহ্‌র উপর পাহাড়ের মতো অবিচল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অবিচল থাকেন ফিতনার মোকাবিলায় এবং ফিতনার মোকাবিলায় বন্দি অবস্থায়-ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

"কিতাবুল ফিতান" বইটি মূলত ফিতনা সংক্রান্ত হাদিসের রেফারেন্স বুক। যাতে লেখক তাঁর থেকে রাসুল ﷺ ও তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়ি পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করেছে। ফিতনা বিষয়ক রাসুল ﷺ-এর জবাননিসৃত বাণী ও সাহাবি, তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়িদের কওল-আমল এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদিসের পরিভাষা অনুযায়ী সাহাবিদের কওল-আমলকে বলা হয় মাওকুফ হাদিস। আর তাবিয়িদের (কওল-আমল) হাদিসকে বলা হয় মাকতু। আর যে হাদিস বর্ণনা পরম্পরায় রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে বলা হয় মারফু হাদিস। হাদিসের বর্ণনাধারাকে সনদ বলে। আর এই সনদ দ্বীনের অংশ। আমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে সনদের এই সিঁড়ি মূলত হাদিসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য। রাসুল ﷺ থেকে যাঁরা আমাদের পর্যন্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাদেরকে রাবি বা বর্ণনাকারী বলা হয়। আর এই রাবি বিবেচনায় হাদিস সহিহ ও যয়িফ হয়ে থাকে।

আমরা বারবার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি, **"কিতাবুল ফিতান"** গ্রন্থের হাদিস তাহকিকের পর অধিকাংশ হাদিস-ই যয়িফ বা দুর্বল প্রমাণিত হয়। আবার কোন কোন হাদিস জাল বা মাতরুক প্রমাণিত হয়। এ থেকে অনেকে-ই একটি চিন্তা বিভ্রাটে আটকা পড়ে যায় যে—আরে সব হাদিস-ই দেখছি যয়িফ! এগুলো কিভাবে আমলযোগ্য হবে? এগুলো কি গ্রহণযোগ্য? এগুলো কি দলিলযোগ্য? আসলে বিষয়টি নিয়ে অনেক পাঠককেই নাজেহাল অবস্থায় পড়তে দেখে আমরা বিষয়টি বিস্তারিত আকারে কয়েকটি মুলনীতির আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। বি-ইজনিল্লাহ।

প্রথমত একটি মুলনীতি হল—হাদিস সহিহ বা যয়িফ নির্ধারণ করা হয় সাধারণত হাদিসের সনদে বর্ণিত রাবিগণের উপর নির্ভর করে। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের তাহকিকে কোনো হাদিসকে সহিহ বা যয়িফ বলে প্রমাণিত করা হয়েছে হাদিসের একক সনদ বিবেচনায়। অথচ কোনো হাদিস তার একাধিক সনদ বিবেচনায় হাসান লি গাইরিহি বা সহিহও হতে পারে। আবার কোনো কোনো রাবি কারো নিকট সিকাহ হতে পারেন আবার কারো নিকট যয়িফ হতে পারেন। ঠিক তেমন-ই কোন হাদিস তা কারো নিকট যয়িফ হতে পারে আবার কারো নিকট হাসান বা সহিহ হতে পারে।[১]

মূলত যয়িফ হাদিস দ্বারা বাতিল বা মুনকার হাদিস উদ্দেশ্য নয় এবং মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট ব্যক্তিও উদ্দেশ্য নয়। যয়িফের অনেক স্তর আছে। সুতরাং, যদি কোনো অধ্যায়ে বা আলোচনায় এমন কোনো আছার না পাওয়া যায় এবং তা কোনো সাহাবি বা ইজমা-এর খেলাফ বিপরীতে না হয়, তাহলে কিয়াস তথা নিজের মতের তুলনায় সে যয়িফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা (এবং তাকে প্রাধান্য দেওয়া) অগ্রগণ্য।[২]

আবার স্পষ্ট করছি, সহিহ বা যয়িফ হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় প্রতিটি হাদিসের একক সনদের বাহ্যিক দিক লক্ষ করে, অন্যথা যে হাদিসটি যয়িফ বলে প্রচারিত তা অন্য কোনো সনদের ভিত্তিতে সহিহও হতে পারে।[৩] বরং ফিতান অধ্যায়ের কতক হাদিস একক সনদ ভিত্তিতে যয়িফ বলে প্রমাণিত হলেও একাধিক সনদ বিবেচনায় তা সহিহ বা হাসান বলে প্রমাণিত হতে দেখা যায়। অনেক অনেক ক্ষেত্রের সে হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়েও পৌঁছে যায়। আর এ পার্থক্যের গোড়ার কারণ হল, রাবি সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য।

আবার সকল যয়িফ বা দুর্বল হাদিসও যে গ্রহণযোগ্য তাও নয়। বরং দুর্বলতা গ্রহণের একটি সহনীয় মাত্রা রয়েছে। এ ব্যাপারে শাইখ আওয়ামা ﵀ বলেন—এক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসকে চারভাগে ভাগ করা প্রয়োজন।

১. ঐ যয়িফ হাদিস, যার দুর্বলতা (অন্য সনদের) মুতাবাআত বা (অন্য কোন সনদ তার) শাহেদ হওয়ার দ্বারা দূর হয়ে গিয়েছে। আর এগুলো হলো ঐ পর্যায়ের হাদিস যেগুলোর কোনো এক রাবির ব্যাপারে বলা হয় তিনি হাদিসে শিথিল বা তার মধ্যে শিথিলতা রয়েছে। (সাধারণত ফিতান অধ্যায়ের অধিকাংশ আহাদিস সামগ্রিক বিবেচনায় এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।)

---

[১] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি ﵀, কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—৪৯।

[২] আল্লামা যফর আহমাদ উসমানি ﵀, কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস। পৃষ্ঠা—৯৯।

[৩] আল্লামা ইবনে হুমাম ﵀, ফাতহুল কাদির। পৃষ্ঠা—(১-৭৫)।

তাহকিকের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসৃত মানহাজ

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে আমরা ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀-র **"কিতাবুল ফিতান"** গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডের তাহকিকের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি, ফালিল্লাহিল হামদ। এটি ফিতনা সংক্রান্ত একটি রেফারেন্স বুক। যেহেতু দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডের তাহকিককারী ভিন্ন আরেকজন সেক্ষেত্রে তাহকিকের ক্ষেত্রে আমি (দ্বিতীয় ও শেষ খন্ডের তাহকিককারী) অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম খন্ডের মুহাক্কিক মুহতারাম শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির হাফিজাহুল্লাহর পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। কখনও শুধুমাত্র হাদিসের সনদ ও মতনের মান উল্লেখ করেছি। আবার কখনও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ইমামদের জারাহ অথবা তা'দিল উল্লেখ করেছি।

পরিভাষা পরিচিতি

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বোঝা মুশকিল। তারপরও এ গ্রন্থে আমরা যেসমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছি তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা পেশ করছি, যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. সনদ : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. মতন : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

৩. মারফু : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. মাওকুফ : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

৫. মাকতু : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. সহিহ : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও যাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. হাসান : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর যাবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. যয়িফ : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে যয়িফ হাদিস বলে।

৯. যয়িফ জিদ্দান : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে যয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

১০. মুনকার : দুর্বল রাবি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনাকে মুনকার বলে।

১১. মুবহাম : যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি তাকে মুবহাম বলে।

১২. মু'দাল : সনদে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বা তারও অধিক রাবি বিলুপ্ত হলে হাদিসে মু'দাল।

১৩. মুদাল্লাস : যে হাদিসের রাবি নিজের প্রকৃত শাইখের নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে বর্ণনা করেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের নিকট থেকে শুনেছেন, এরূপ হাদিসকে মুদাল্লাস হাদিস এবং এরূপ করাকে 'তাদলিস' আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলা হয়।

১৪. সিকাহ : যে হাদিস বর্ণনাকারীর মাঝে আদালত ও যাবতের গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় আছে, তাকে সিকাহ রাবি বলা হয়।

১৫. আদালত ও যাবত : আদালত বলা হয়—বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী হওয়া এবং পাপাচারিতার উপায়-উপকরণ থেকে মুক্ত থাকা। যাবত বলা হয়—শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্টি থেকে স্মৃতিশক্তিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করা, যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

১৬. মুরসাল : যে হাদিসে সাহাবির নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিয়ি সরাসরি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, তাকে মুরসাল হাদিস বলে।

১৭. মুয়াল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবির পর এক বা একাধিক রাবির নাম বাদ পড়লে তাকে মুয়াল্লাক হাদিস বলা হয়।

১৮. মুয়াল্লাল : যে হাদিসের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে স্পষ্ট নয়, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অনেক কষ্টে তার ইল্লত খুঁজে বের করতে সক্ষম হন, তাকে মুয়াল্লাল বলা হয়।

দুর্বল হাদিস এবং কিছু কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি তাঁর দীনের বড় একটি অংশ হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন, হাদিস চর্চা এবং তা সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়ার তাওফিক দান করেছেন। অসংখ্য দুরুদ বর্ষিত হোক তাঁর নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, যিনি আমাদেরকে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ঘটিতব্য বিষয়গুলো হাদিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তার পূণ্যবান সাহাবিগণের উপর, যারা আমাদের পর্যন্ত রাসুলের সেসব হাদিস বর্ণনা করে গেছেন। আমাদের পর্যন্ত দীন পৌঁছাতে নিজেদের পার্থিব আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছেন।

কিতাবুল ফিতান প্রথম খণ্ড প্রকাশ হওয়ার পর দ্বিতীয় এবং শেষ খণ্ড দুটিই প্রকাশ হতে যাচ্ছে, শুনে যেন আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। শত বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে তা যে সবার সামনে প্রকাশ পাচ্ছে, তাই আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া। তিনি যেন আমাদেরকে কুরআন ও হাদিসের এই খেদমতে নিয়োজিত থাকার তাওফিক দান করেন এবং তা কবুল করে পরকালে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য করে তোলেন। সর্বোপরি তার সন্তুষ্টি যেন আমরা লাভ করতে পারি। গ্রন্থ প্রণেতাকে যেন তিনি জান্নাতের উঁচু মর্যাদা দান করেন। তাদের সঙ্গে আমাদেরকেও কবুল করে নেন। আমিন।

আল্লাহ তায়ালার বড় কৃতজ্ঞতা আদায়ের বিষয় ছিল যে, অনেক দিন পরে হলেও সীমিত পরিসরে পাঠ্যপুস্তকের হাদিস গ্রন্থ ছাড়াও আরো কিছু হাদিসের গ্রন্থ আমাদের সামনে এসেছে। হাদিস চর্চার একটি নতুন ক্ষেত্র গড়ে উঠছে। আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ অনেক পরিশ্রম করে হাদিসের গ্রন্থগুলো আমাদের জন্য রচনা করে রেখে গেছেন, পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে আমাদের জন্য তা পাঠ করে দেখা, তা থেকে দীনের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! এখন সে দরজাটি উন্মুক্ত হয়েছে। তাদের সহিহ হাদিসের গ্রন্থগুলো যেমন আমাদের কাছে গুরুত্ব রাখে, তেমনি সহিহ এবং দুর্বল হাদিসের মিশ্রণে লিখিত গ্রন্থগুলোও আমাদের কাছে গুরুত্ব রাখবে। এমনকি শুধুমাত্র দুর্বল বর্ণনায় লিখিত এবং জাল ও মাওযু বর্ণনার গ্রন্থগুলোও আলেমগণ পাঠ করবেন। আলেমগণ সমাজের মানুষ যেসব দুর্বল এবং মাওযু হাদিসগুলোর আমল করে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করবেন। দুর্বল হাদিসগুলোকে যেসব আলেম সবার সামনে এনে তাহকিকের পথ পরিহার করে ওয়াজ মাহফিলে মানুষের মাঝে বলে বেড়াচ্ছিল, সেসব আলেমদেরকেও সতর্ক করবেন; তাতেও কিছু আলেম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—এসব নাকি বিভ্রান্তি ছড়াবে।

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ থেকে দুটি থলে (হাদিস) সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি তোমাদের সামনে (বর্ণনা করে) ছড়িয়ে দিয়েছি, তবে আরেকটি পাত্র যদি আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতে যাই, বিলাতে যাই, তবে আমার এ গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।[১৭]

সুবহানাল্লাহ! পাঁচ হাজারেরও অধিক হাদিস আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত পাওয়া যায়। তিনি রাসুল ﷺ থেকে দু' থলে মুক্তা সংরক্ষণ করেছেন, তার একটি তিনি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন; কিন্তু আরেকটি বর্ণনা করতে ভয় পাচ্ছেন! সে সময়ের সাহাবা এবং তাবেঈদের মত ঈমানদারদের জন্য তা গ্রহণ করা অসম্ভব মনে করছেন? তবে তিনি কি তা উম্মতের কাছে বর্ণনা করেননি? তবে তো দীনকে খণ্ডিত আকারে প্রকাশ করা হবে, যা কিনা সাহাবিদের মর্যাদার সঙ্গে যায় না। আর যদি বর্ণনা করে থাকেন, তবে সে হাদিসগুলো কোথায়? তা কি এই পাঁচ হাজারের মধ্যেই?

তবে এ কথাটি সত্য যে, সবার সামনে তা বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। আর তাতে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে দীনকে আংশিক বর্ণনা করা আর আংশিক ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে, যা কিনা একজন সাহাবির জন্য অসম্ভব। তাই এ কথাও সত্য যে, তারা তা বর্ণনা করেছেনও। এটা স্বাভাবিক বিষয় যে—উম্মতের সবসময় যা প্রয়োজন (যা মানলে একজন ব্যক্তি ঈমানদার হয়ে যায়), সে বিধান সম্বলিত হাদিসগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় সবার সামনে ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন, সে হাদিসগুলো আমরা সহিহ আকারে পেয়ে আসছি। আর যেগুলো সবার গ্রহণ করা কঠিন, সেগুলো হয়ত সবার সামনে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি, বরং সীমিত ব্যক্তিবর্গের সামনে তা বর্ণনা করেছেন। আর তাই সেসব বর্ণনাগুলো আগের হাদিসের মান-এ যাবে না; তা একজন জ্ঞানী পাঠকের বুঝে নেওয়া উচিত। আর এ ব্যাপারটি যে অন্য সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ঘটবে বা ঘটেছে, তা-ও ঠিক। যেমন রাসুল ﷺ-এর কিছু কথা ছিল হুযাইফা ﷺ কাছে, তিনি মুনাফিকদের কিছু ব্যক্তির নাম তাকে বলে গিয়েছিলেন, যা অন্য কাউকে বর্ণনা করেননি। আর এ কারণে তাকে রাসুল ﷺ-এর ভেদ বলা হত। তেমনি আরো অনেক সাহাবিও এমন অনেক হাদিস জানতেন, যা বর্ণনা তো অবশ্যই করতেন, তবে তা তার সব ছাত্রদের সামনে নয়। বিভিন্ন হাদিসের গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে দেখবেন, অনেক জায়গায় রাসুল বা কিছু সাহাবি যেমন উমর ﷺ অনেক হাদিস সবার মাঝে তাৎক্ষণিক বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। আর আপনারা জানেন, কোনো হাদিস তখনই সহিহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যখন তা বেশি সংখ্যক ছাত্রের সামনে বর্ণনা করা হয়, আর বিশ্বস্ত

[১৭] সহিহ বুখারি : ১২০।

أَلا إِنَّ الأَمِيرَ فُلانٌ، وَفَتَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَدَيْهِ حَتَّى أَنَّهُمَا لَتَنْقُصَانِ، فَقَالَ: ذَلِكُمُ الأَمِيرُ حَقًّا، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, (শামে) একটা ফিতনা হবে। যার শুরুতে থাকবে ছোটদের খেলাধুলা। যুদ্ধটি এমন হবে যে, এক দিক দিয়ে থামলে আরেক দিক দিয়ে (যুদ্ধের আগুন) প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ শেষ হবে না, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী সম্বোধন করে বলবে—অমুক ব্যক্তি (তোমাদের) নেতা। আর ইবনু মুসায়্যিব তার দুই হাত গুটালেন, ফলে তার হাত দুটো সংকুচিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনবার বললেন—সেই আমির বা নেতাই সত্য।

দেখুন, হাদিসের মানদণ্ডে হাদিসটি দুর্বল। কিন্তু বাস্তবতা কি হাদিসের সঙ্গে মিলে যায়নি? আজ কি শামের অবস্থা এমনই হচ্ছে না। আর তার যুদ্ধ কিছু বাচ্চাদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করেই বেঁধেছে। বিস্তারিতভাবে আপনার গ্রন্থটিরই ৯৭৩ নং হাদিস দেখে নিন টিকাসহ।

আরেকটি হাদিস তো আপনি কিতাবুল ফিতান প্রথম খে পড়ে এসেছেন। হাদিসে বলা হচ্ছে, চতুর্থ ফিতনা হচ্ছে অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ণ ফিতনা, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবে না, প্রত্যেক ঘরেই সে ফিতনা প্রবেশ করবে। যা দ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিতনাটি শামদেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভূ-খণ্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। ফিতনাটি এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা-মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যা দ্বারা মানুষ ভালো-খারাপ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। ঐ মুহূর্তে কেউ সে ফিতনা থামানোরও সাহস রাখবে না। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তা তীব্র আকার ধারণ করবে। সকালে কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধ্যা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। সে ফিতনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় করুণ সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। একপর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের একটি ব্রিজ প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।

বার বছর থাকবে এ ফিতনা। শামের যুদ্ধের সূচনা ২০১১ সালে আর ২০২৩ সালে বারো বছর হবে। এবার দেখুন না তারপরের অংশ বাস্তবায়ন হয় কি না?

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে তো দোষ নেই? আর জানেন কি, এ হাদিসটিও দুর্বল বা যয়িফ।

আমাদের একটি কথা এখানে বোঝা দরকার যে, হাদিসের মধ্যে কেন দুর্বল হাদিস পাওয়া যায়? কুরআনের কেন একটি আয়াতও দুর্বল বর্ণনায় পাওয়া যায় না? আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেমন বলেছেন, আমি এই যিকির, (কুরআন, হাদিস ও দীনের যাবতীয় বিধান) অবতীর্ণ করেছি আর আমিই তা সংরক্ষণ করব। হাদিসও কুরআনের অংশ তা বোঝার জন্য, তাকেও আল্লাহ হেফাজত করবেন, এ থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু কুরআন সংরক্ষণ তো অকাট্যভাবে হয়েছে, হাদিসে কেন দুর্বলতা? যারা কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস পড়েছেন তারা জানেন, রাসুল ﷺ প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবাদেরকে শুধু কুরআন লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেছিলেন, হাদিস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। হাদিস লিখন এবং তা সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে অনেক পরে। আর এতে হাদিসগুলোতে বিরোধপূর্ণ বর্ণনা যেমন আছে, বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় শাব্দিক পরিবর্তন এবং কমবেশি শব্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি কিছু হাদিস সংরক্ষণও কিছুটা দুর্বলভাবে হয়েছে। আজ ফিকহ ও ফাতওয়ার কিতাব বা ইসলামের বিধানের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এমনটা হওয়াই বুঝি ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে উপকারী হয়েছে। এভাবেই ইসলাম সংরক্ষণ হয়েছে, যা আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন। বিধানের ক্ষেত্রে সহনীয় বিধান এসেছে যে— যখন কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয় তখন তাতে সহজীকরণের পথ অবলম্বন করা হয়, এটা ফিকহের একটি মূলনীতি। যদি হাদিসগুলোও কুরআনের মত অকাট্যভাবে সংরক্ষণ হত তবে ইসলাম আমাদের জন্য কতটা কষ্টের হত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঠিক তেমনভাবে ফিতান বিষয়ক হাদিসগুলো দুর্বল হওয়ায় হয়ত ইসলাম ও ঈমানদারদের জন্য অনেকটাই সহনীয় হয়েছে। কারণ, অন্যান্য বিধানের মত এসব হাদিসগুলো যদি কাতঈ এবং সহিহ সনদেই বর্ণিত হত, তবে হয়ত সর্বসাধারণের জন্য জীবন ধারণ করাই কষ্টকর হয়ে যেত। কারণ, ফিতান বিষয়ক হাদিসগুলোতে যেমনিভাবে ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষ তা সহিহ সনদেই যদি সব জানত বা বুঝত, তবে প্রতিটি মুহূর্তেই তাকে দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে বসবাস করতে হত। কারণ, নবিজি ﷺ তার সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন, আর তা সামনে রেখে সবার জন্য চলা হয়ত এত সহজ ছিল না। আর এ কারণে সাহাবাগণও তা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেননি, যা আমরা আবু হুরায়রা ﷺ এর হাদিস থেকেই বুঝতে পারলাম। ফিতান বিষয়ক হাদিসগুলো তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার কারণে, অনেকে তো বিষয়গুলো এই কারণে এড়িয়ে যায় যে, এসব

[৭০২] কাব ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জমিনের পেট তখন পিঠের চেয়ে অনেক উত্তম হবে।[২২]

حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، (....) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لا يَنْجُو مِنْهَا إِلا كُلُّ خَفِيٍّ، إِذَا ظَهَرَ لَمْ يُعْرَفْ، وَإِنْ جَلَسَ لَمْ يُفْتَقَدْ، أَوْ رَجُلٌ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ.

[৭০৩] আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত—তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, সে সময় ফিতনা থেকে এমন গোপন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ রক্ষা পাবে না, যদি সে প্রকাশ্যে আসে, তাকে কেউ চিনে না, যদি বসে যায়, তবে তাকে কেউ অনুসন্ধান করে না। অথবা ঐ ব্যক্তি বেঁচে যাবে, যে সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় (কাকুতিমিনতি করে) দুআ করতে থাকে![২৩]

নোট: একটি হাদিসে এসেছে, একটি যামানা আসবে, যখন ঈমানদাররা মানুষের মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে থাকবে, যেভাবে আজ (রাসুল ﷺ-এর সময়কালে) মুনাফিকরা মুমিনদের মাঝে লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ, সমাজে তাদের কোনো পরিচয় থাকবে না। তারা কোথাও গেলেও সেখানে কোনো প্রভাব পড়ে না। আবার চলে গেলেও কেউ তাদের অভাব অনুভব করে না। সুতরাং, এদের অবস্থা আগের হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকদের চেয়ে খুব ভাল নয়। তারা খুব সহজেই ফিতনায় পড়বে না। কারণ, যদি মানুষ তাকে চিনতে পারে, তবে তাকে ঘর থেকে টেনে বের করা হবে। তাই তারা অপরিচিত হওয়ার কারণেই নিরাপদ থাকবে। আবার যারা এভাবে বাঁচতে পারছে, তারা সবার মাঝে আগের সময়কার মুনাফিকদের মতই লুকিয়ে নিজের ঈমান রক্ষা করছে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَرْطَأَةَ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ مَوْضِعًا فِي نَفَسٍ وَفَرَاغٍ، كَحِيلَةِ النَّمْلَةِ لِشِتَائِهَا، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِيمَا يَجْمُلُ وَلا تَشْتَهِرُ بِهِ، وَالْحِرْزُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ الْمَدِينَةُ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْحِجَازِ، وَالسَّوَاحِلُ أَسْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا.

---

[২২] মাকতু, যয়িফ। সনদে কাব আল-আহবার রয়েছেন। তার নাম কাব ইবনু মাতে। তিনি বড় ইহুদি আলেম ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর সিদ্দিক ﵁-র খিলাফতকালে। তার থেকে বহু ইসরাইলি আজিব-গারিব হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

[২৩] মারফু, মুরসাল, সহিহ। রাবি জামরাহ ও ইয়াহইয়া সিকাহ। তবে ইয়াহইয়া ও আবু হুরায়রা ﵁-র মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

[৭০৬] ওজিন ইবনু আতা ﵀ থেকে বর্ণিত—রাসুল ﷺ বলেছেন, খলিল পাহাড়টি খুবই সম্মানিত পাহাড়। বনি ইসরাঈলের মধ্যে কোনো এক সময় মারাত্মক কোনো ফিতনার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহ ﷻ তৎকালীন নবিদের প্রতি ওহি পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনের হেফাজত করতে হলে খলিল পাহাড়ের নিকট গিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকো।[২৬]

قَالَ ابْنُ حِمْيَرَ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَيَبْلُغُنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي اتَّخَذَ جَبَلَ الْخَلِيلِ مَنْزِلا وَأَغْبِطُهُ. قِيلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ سَيَنْزِلُهُ أَهْلُ مِصْرَ، إِمَّا يُحْبَسُ نِيلُهُمْ، وَإِمَّا يُمَدُّ فَيُغْرِقُ حَتَّى يَتَمَاسَحُوا جَبَلَ الْخَلِيلِ بَيْنَهُمْ بِالْحِبَالِ.

[৭০৭] উমাইর ইবনু হানি আনাসি ﵀ থেকে বর্ণিত—আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আমার এক বন্ধু খলিল পাহাড়ের মধ্যে নিজের জন্য বাসস্থান বানিয়ে নেয় এবং এটা তাঁকে আনন্দিত করেছিল। কেন তার এ সিদ্ধান্ত, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারণ হচ্ছে—অতিসত্তর এখানে মিশরবাসীরা আগমন করবে। হয়তো তাদের দেশের নীল নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, না হয় নীল নদীর পানি এতবেশি উচ্চতায় প্রবাহিত হবে, যার কারণে মিশরবাসীরা ডুবে যাবে। এমনকি উক্ত পানি খলিল পাহাড়ের পর্বতের চূড়াকেও স্পর্শ করার আশংকা রয়েছে।[২৭]

নোট: আজ মিশরের পানি বৃদ্ধি নয় বরং শুকিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর লেনাদেনা শেষ হয়ে আসছে!

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا يَنْجُو مِنْ بَلِيَّتِهَا إِلا مَنْ صَبَرَ عَلَى الْحِصَارِ، وَالْمَعْقِلُ مِنَ السُّفْيَانِيِّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﷻ ثَلاثُ مُدُنٍ، لِلأَعَاجِمِ

[২৬] মারফু, মুরসাল, অত্যন্ত দুর্বল। আল ওজিন ইবনু আতা কোনো সাহাবি থেকে হাদিস শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই। তার সম্পর্কে জারহ ওয়াত তা'দিলের ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, কেউ সিকাহ বলেছেন আবার কেউ যয়িফ বলেছেন, তাহযিবুত তাহযিব : ১১/১২১।

[২৭] মাকতু, যয়িফ। রাবি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ আস সানআনি মাজহুলুল হাল। ইমাম যাহাবি বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয় এবং ইমাম ইবনু হিব্বানের মতে, তার বর্ণিত সনদের ওপর নির্ভর করা যায় না।